তুমি আমায় ডেকেছিলে কফির নিমন্ত্রণে

তুমি আমায় ডেকেছিলে কফির নিমন্ত্রণে

রাহাত রাস্তি

তাম্রলিপি

উৎসর্গ

ফরিদকে

ভূমিকা

ফরিদকে নিয়ে তার বন্ধুরা মাঝেমাঝে হাসাহাসি করে। বন্ধুদের প্রেমকাহিনী আসলেই খুব মজার হয়। এক্ষেত্রেও যার ব্যথা সেই বোঝে টাইপ অবস্থা। প্রেমিকপ্রবর যে ব্যথায় নীল হয়ে আছে বিষে, সেই ব্যথায় বন্ধুরা হেসে গড়াগড়ি খায়। বন্ধুদের অনেক নিষ্ঠুর ব্যাপারের মধ্যে এটি শীর্ষস্থানীয়। লেখক হিসেবে আমি পড়েছি বিপদে। কে না জানে লেখকদের মন একটু নরম হয়, হা হা হা। আমি তাই বন্ধুদের প্রেমকাহিনী শুনে সিনেমার খলনায়কদের মতো অট্টহাসিতে ফেটে পড়তে পারি না।

আমরা যখন ফরিদের প্রেমকাহিনী শুনছিলাম তখনও ঠিক একই ঘটনা ঘটল। শ্রোতাবন্ধুরা হেসে গড়াগড়ি খাচ্ছে। কেউ কেউ খুব বাজে ভাবে আক্রমণ করছে ফরিদকে। বেচারা প্রেমিক মরমে মরে যাচ্ছে। তবু সে তার প্রেমের কথা বলে যাচ্ছে, যেন এ-ই তার কত সাধনার ঐশ্বর্য। লিওনেল মেসির বিশ্বকাপ উঁচিয়ে ধরবার মতো ব্যাপার।

আমি খুব মন দিয়ে ফরিদের গল্পটা শুনলাম। তার বুকের মধ্যেখানে কী প্রেমের কী বুদবুদ, তা ধরতে ধরতে কল্পনার কি-বোর্ডে টাইপ করতে শুরু করলাম—তুমি আমায় ডেকেছিলে কফির নিমন্ত্রণে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, প্রেম হচ্ছে একই সাথে পুরনো ও চির নতুন একটি ব্যাপার। আমাদের দেশের এক অবসরপ্রাপ্ত ছড়াকার লিখেছিলেন—

একটু পরের 'আসা' হবে
আগামীকালের 'কেম'
পুরনো হয়েও চির নতুন
থাকছে কেবল 'প্রেম'।

প্রিয় পাঠক, মিষ্টি ও মন কেমন করা একটি প্রেমের উপন্যাসে আপনাকে স্বাগতম।

রাহাত রাস্তি
ঢাকা
২৭ জানুয়ারি ২০২৩

প্রত্যুষের মিষ্টি রোদের মতো
ছড়িয়ে পড়েছে পথে
রাধাচূড়ার ফুলেরা!

তোমার আর আমার এই পৃথিবীটা গোল
যতদূর যাও ফের দেখব গালের টোল।

পল্টন। ঢাকা।

আজাদ প্রোডাক্টসের পাশের একটা টংদোকানের সামনে অনেকক্ষণ ধরে এক টুকরো ঘনকালো কেক হাতে দাঁড়িয়ে আছে ফরিদ। উদ্দেশ্য লাল চায়ে ডুবিয়ে কেক খাওয়া। ঘনকালো চুলের মতো ঘনকালো কেকও যে হতে পারে, এটা ফরিদ ঢাকায় এসেই প্রথম দেখেছে। তবে জিনিস খারাপ না।

কেক হাতে চায়ের জন্য অপেক্ষা করছে সে। চায়ের সিরিয়াল পাওয়া যাচ্ছে না। বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে।

টং এর মামা অত্যন্ত ব্যস্ত। চা দিয়ে কুল পাচ্ছে না। এই সময় কাস্টমার আসে ঢলের মতো। টং এর মামার নাম হামিদ মিয়া। হামিদ মিয়ার ধারণা সারাদিন এইরকম কাস্টমার আসলে এতদিনে সে কোটিপটি হয়ে যেত।

হামিদ মিয়া এক কাস্টমারকে চা দেওয়ার সময় একবার এদিকে চাইতেই ফরিদ সচকিত হয়ে বলল, মামা এক কাপ লাল চা চেয়েছিলাম!

হামিদ মিয়া বলল, দিতেসি, কেক হাতে নিয়া দাঁড়ায় আছেন, কী ব্যাপার?

ফরিদ বলল, মানে?

হামিদ মিয়া হেসে বলল, কেকটাতে একটা কামড় দেন, চা দিতেসি।

ফরিদ কিছু না বলে বোকার মতো হাসল। ফরিদের অবশ্য হাসিটাই কেমন যেন। ফরিদের বাবা বলেন, বোকার মতো হাসি। সেই স্কুলে পড়ার সময় থেকে এই কথা শুনতে শুনতে ফরিদ নিজেও এখন এটা বিশ্বাস করে। তার হাসি আসলেই বোকার মতো।

নেন চা নেন। হামিদ মিয়া মডেল মেয়েদের কোমরের মতো।

চিকন চায়ের কাপ বাড়িয়ে দিল ফরিদের দিকে। ফরিদের হাসি বোকার মতো হলে কী হবে, সে নিজে নিজে অনেক জটিল সব বিষয় ভেবে ভেবে বের করে।

এই যেমন টং দোকানের কাপগুলো ঠিক মডেল মেয়েদের কোমরের মত চিকনের ব্যাপারটা।

সারাদিন কাজ করে এক সন্ধ্যায় অফিস থেকে বের হয়ে হঠাৎ করেই তার মনে হলো টিভি, কম্পিউটার ও মডেল মেয়েদের কোমর দিনদিন পাল্লা দিয়ে স্লিম হচ্ছে।

এতক্ষণ হাতে ধরে রাখা কেকের টুকরোটির এক কোনা গরম চায়ে ডুবাতে গিয়ে আবারও বিপত্তি। কেকের কোনা ভেঙ্গে পড়ে গেল সরু চায়ের কাপে।

ফরিদের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। সে প্রায় উচ্চারণ করে ফেলেছিল, আজকে শালার কেকই খাবো না! কিন্তু নিজেকে সামলে নিলো সে।

বাকি কেকটুকু খেয়ে কাপের তলানিতে পড়ে থাকা চা এক চুমুকে পান করে হামিদ মিয়াকে কেক ও চায়ের দাম বুঝিয়ে দিল। এক কাপ চা দশটাকা। এক টুকরো কেক দশ টাকা। মোট বিশ টাকা।

ফরিদ পঞ্চাশ টাকার নোট দিতেই হামিদ মিয়া ত্রিশটাকা ফেরত দিল। ফরিদ ভাংতি টাকা মানিব্যাগে রাখতে গিয়ে খেয়াল করল পকেটে রাখা মোবাইল ফোন বাজছে। অতি পরিচিত আলাদা একটা রিংটোন। শুনে হঠাৎ করে ফরিদ এই জগৎ সংসার ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেল।

ঘোরের মধ্যে মোবাইল হাতে নিল সে। সুস্মিতা কলিং। কেটে যাওয়ার আগেই ফোন ধরল ফরিদ।

হ্যালো! বলল ফরিদ।

এই গাধা তুই কোথায়। সুস্মিতা বলল।

ফরিদ বলল, পল্টন।

সুস্মিতা বলল, পল্টন?

ফরিদ বলল, হ্যাঁ পল্টন।

সুস্মিতা বলল, পল্টনে কী করিস?

ফরিদ বলল, এখানে আমার অফিস।

সুস্মিতা বলল, ও আচ্ছা।

ফরিদ বলল, তারপর, কী মনে করে?

সুস্মিতা বলল, কী মনে করে মানে?

ফরিদ বলল, এখন তো আর ফোনটোন করিস না।

সুস্মিতা বলল, করি না মানে?

ফরিদ বলল, আচ্ছা যা, বাদ দে। কেমন আছিস?

সুস্মিতা বলল, ভালো আছি।

ফরিদ বলল, তুই কেমন আছিস?

সুস্মিতা বলল, আমিও ভালো আছি।

ফরিদ বলল, হুম।

সুস্মিতা বলল, শোন। আমি এখন ঢাকায়।

ফরিদ বলল, বলিস কী?

সুস্মিতা বলল, হুম। ননদের বাসায়।

ফরিদ বলল, কোথায় সেটা?

সুস্মিতা বলল, মোহাম্মদপুর। শের শাহ সুরি রোড।

ফরিদ বলল, ভালো, খুব ভালা।

সুস্মিতা বলল, তুই বিকেলে চলে আয়। আমি তোর জন্য অপেক্ষা করবো। এসএমএস করে ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি।

ফরিদ বলল, আমি? তোর ননদের বাসায়?

সুস্মিতা বলল, গাধার মতো কথা বলিস না, ননদের বাসা খালি। এরা বাড়িসুদ্ধ লোক কলকাতা গেছে। বেড়াতে।

ফরিদ বলল, তোর বর?

সুস্মিতা বলল, আমার বর আছে। কোনো সমস্যা নেই।

ফরিদ বলল, আমার অস্বস্তি লাগে।

সুস্মিতা বলল, আমাকে যে দেখতে পাবি? সেটা?

চুপ করে থাকে ফরিদ।

সুস্মিতা বলল, আসছিস তাহলে?

ফরিদ বলল, আসবো।

সুস্মিতা বলল, এই তো আমার সেই গুটু গুটু বাবুটার মতো কথা।

ফরিদ বলল, ঠিকানা এসএমএস কর।

সুস্মিতা বলল, করছি।

ফরিদ বলল, সাড়ে পাঁচটার দিকে আসলে হবে?

সুস্মিতা বলল, হবে, তুই আয়।

ফরিদ বলল, ওকে, আমি অফিসে বলে আজ তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাবো।

সুস্মিতা বলল, অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বের হ, সমস্যা নেই। অন্য কোথাও থেকে তাড়াতাড়ি বের হবি না কিন্তু, খবরদার!

ফরিদ বলল, মানে?

সুস্মিতা বলল, এই যেমন ধর আমার থেকে!

ফরিদ বলল, তোর থেকে মানে?

সুস্মিতা বলল, আমার প্রেম থেকে, আমার ঘাম থেকে।

ফরিদ বলল, হুম।

সুস্মিতা বলল, তোর মনে আছে, তুই বলেছিলি, আমাদের বিয়ের পরে, আমি যখন রান্নাঘরে গরমের দিনে তোর জন্য ভাত রাঁধতে রাঁধতে ঘেমে যাব, তখন তুই হঠাৎ করে এসে আমাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরবি? আমার চিবুকের ফোঁটা ফোঁটা ঘামে চুমু খাবি? তোর মনে আছে ফরিদ?

চুপ করে থাকে ফরিদ।

সুস্মিতা বলে, ওকে এখন রাখি, তোর অপেক্ষায় রইলাম।

ওকে বলে ফোন রাখে ফরিদ। একই সাথে ভালো লাগা ও মন্দ লাগার অনুভূতি নিয়ে অফিসের দিকে পা বাড়ায়। মোবাইলের টুন টুন শব্দে বুঝতে পারে, সুস্মিতা ঠিকানা পাঠিয়েছে।

ফরিদ কাজ করে একটা প্রিন্টিং প্রেসে। ছোটখাটো একটা চাকরি। তার এতেই চলে যায়। প্রেসের নাম সুরমা প্রিন্টিং প্রেস। মালিকের বাড়ি সুরমা নদীর তীরে বলেই এই নামকরণ।

সুরমা প্রিন্টিং প্রেসের পাশেই বিখ্যাত প্রচ্ছদশিল্পী ধ্রুব এষের অফিস। ধ্রুব এষের সাথে ফরিদের প্রায়ই লিফটে দেখা হয়। ফরিদের অফিস লিফটের চার। ধ্রুব এষের ছয়।

ধ্রুব এষের সাথে পরিচয় হয়েছে। আদাব, কেমন আছেন এই পর্যন্ত। তিনি সম্ভবত কথা খুব কম বলেন। কারণ তাঁর লেখা একটা গানেই তো তিনি বলেছেন—

তুমি আমার পাশে বন্ধু হে বসিয়া থাকো
একটু বসিয়া থাকো
আমি মেঘের দলে আছি
আমি ঘাসের দলে আছি
তুমিও থাকো বন্ধু হে বসিয়া থাকো
একটু বসিয়া থাকো।

কাজেই তিনি চান তাঁর পাশে বন্ধু স্বজনেরা কথা না বলে শুধু বসে থাকুক। ফরিদ একদিন ধ্রুব এষের অফিসে গিয়ে এরকম চুপচাপ বসে ছিল । তবে ধ্রুব এষ নিজে লাল চা বানিয়ে তাকে খেতে দিয়েছেন।

সে নিঃশব্দে চা শেষ করে চলে এসেছে। সন্দেহ নেই বিখ্যাত এই লোকটার নিজের হাতে বানানো লাল চায়ের স্মৃতি বহুদিন মনে থেকে যাবে।

মনে আছে সুস্মিতা ও ফরিদ যখন খুব উপন্যাস পড়তো, তখন প্রচ্ছদ সুন্দর কি-না আগেই দেখতো। সুস্মিতা নাম না দেখেই বলতে পারতো এই প্রচ্ছদ ধ্রুব এষের।

সুস্মিতাকে একদিন বলতে হবে তাদের সেই মফস্বলে বসে পড়া কত শত উপন্যাসের প্রিয় সব প্রচ্ছদের শিল্পীর অফিস এখন তার অফিসের পাশেই।

সযত্নে রেখো প্রিয়ফুল টবে
মিষ্টিভোরে আবার দেখা হবে।

মোহাম্মদপুর। শের শাহ সুরি রোড।

বিকেল পাঁচটা সাত।

ফরিদ পকেট থেকে মোবাইল বের করে সুস্মিতার এসএমএস-টা আবার দেখে নিলো। ঠিক আছে, এই বাসাতেই সুস্মিতা উঠেছে। দোতলার ডান পাশের ফ্ল্যাট।

ফরিদ ডোরবেল চাপতেই খুলে গেল দরজা। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে সুস্মিতা!

দরজায় রাখা পাপোসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ফরিদ। মুখোমুখি দুজন। একে অন্যের দিকে তাকিয়ে আছে পলকহীন চোখে। যেন হাজার বছরের তৃষিত দুইজোড়া চোখ তাদের দেখার তৃষ্ণা মেটাচ্ছে। সময় গিয়েছে থেমে।

সুস্মিতা দেখছে ফরিদকে। তার ছোট্টবেলার খেলার সাথি, বড়বেলার প্রেম ফরিদকে। ফরিদ কি এই কয়দিনে একটু বদলে গেছে! খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি সারামুখে।

ফরিদ যেদিন তাকে প্রথম চুমু খেয়েছিল সেদিনও এমন দাঁড়ি ছিল ফরিদের মুখে।

সুস্মিতা যেন সেই চুম্বনের স্বর্গসাধটির সাথে সাথে দাঁড়ির খোঁচাও অনুভব করল গালে। এমন কেন হয়, কেন সেই অনাকাঙ্ক্ষিত খোঁচাটিও ফিরে পেতে ইচ্ছে করে আবার!